

এপ্রিল-জুন ২০২৪ বিজ্ঞানএফ বার্তা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-এর আওতাধীন একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান



মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সবেজমিত প্রতিদর্শনে বিএনএফ এর চেয়ারম্যান



বগুড়া জেলার সহযোগী সংস্থা নবাবুন একা সংঘ কর্তৃক সুবিধাবঞ্চিত, দুস্থ ও অসহায় পরিবারের অনুকূলে বিনামূল্যে ভেড়া বিতরণ করছেন
জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ৫ এপ্রিল ২০২৪ বগুড়া জেলার শেরপুরে ‘নবাবুন একা সংঘ’ এর কনফারেন্স রুমে বগুড়া জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে তাদের গৃহীত কার্যাবলীর মাধ্যমে উপকারভোগীগণের জীবনমান উন্নয়নে এর প্রভাব তুলে ধরেন এবং বগুড়া জেলায় কোন কোন সেক্টরে কাজ করার সুযোগ রয়েছে তা তুলে ধরেন। মতবিনিময় শেষে নবাবুন একা সংঘ কর্তৃক সুবিধাবঞ্চিত, দুস্থ ও অসহায় পরিবারের অনুকূলে বিনামূল্যে ভেড়া বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় করেন।



রংপুর জেলার সহযোগী সংস্থা বৈরাতি সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক দরিদ্র মহিলাদের মাঝে ছাগল বিতরণ করছেন
জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

তিনি ৬ এপ্রিল বিএনএফ এর অনুদানে রংপুর জেলার সহযোগী সংস্থা ‘বৈরাতি সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (বিএসইউএস)’ কর্তৃক দরিদ্র মহিলাদের মাঝে ছাগল বিতরণ অনুষ্ঠানে এবং মতবিনিময় ও সুখী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় ১৭ জন উপকারভোগীর হাতে ২টি করে ছাগল তুলে দেন। চেয়ারম্যান পরে বৈরাতি সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ ও ছাগল বিতরণ প্রকল্পের কর্মএলাকা পরিদর্শন করেন।



সেইন্ট বাংলাদেশ এর কনফারেন্স রুমে বরিশাল জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন
জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

জনাব আহসান ১২ এপ্রিল বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থা ‘সেইন্ট বাংলাদেশ’ এর কনফারেন্স রুমে বরিশাল জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।



বরিশাল জেলায় বাবুগঞ্জ উপজেলায় সহযোগী সংস্থা দরিদ্র মানবিক উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত ছাগল পালন কর্মসূচি পরিদর্শন করছেন
বিএনএফ এর চেয়ারম্যান।

উপদেষ্টা

মোঃ রেজাউল আহসান
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

মুখ্য সম্পাদক

ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

সম্পাদকমণ্ডলী

মোঃ শাহরীয়া পারভেজ
উপমহাব্যবস্থাপক

মোস্তফা কামাল ভূঞা
উপমহাব্যবস্থাপক

নির্বাহী সম্পাদক

এ, এস, এম, তরিকুল ইসলাম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

গ্রাফিক্স

মোঃ সাঈদুল আলম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

মোঃ লিয়াকত মোস্তফা
প্রোগ্রামার

একই দিন তিনি জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশা গ্রামে বিএনএফ এর অনুদানে সহযোগী সংস্থা 'দরিদ্র মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (ডিএমইউএস)' কর্তৃক বাস্তবায়িত ছাগল পালন কর্মসূচি পরিদর্শন করেন এবং উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় করেন।



পিরোজপুর সার্কিট হাউসে জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।



পিরোজপুর জেলার সহযোগী সংস্থা আত্ম সাহায্য কর্মসূচি হতে সেলাই মেশিন পেয়ে উপকারভোগী কর্তৃক তৈরিকৃত পোষাক দেখছেন বিএনএফ এর চেয়ারম্যান।



বিএনএফ এর অনুদানে পিরোজপুর জেলার সহযোগী সংস্থা সকলের জন্য কল্যাণ কর্তৃক প্রদানকৃত গাভী পরিদর্শনে বিএনএফ এর চেয়ারম্যান

চেয়ারম্যান ১৩ এপ্রিল পিরোজপুর সার্কিট হাউসের কনফারেন্স রুমে জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় শেষে তিনি 'আত্ম সাহায্য কর্মসূচি (এসএইচপি)' কর্তৃক বাস্তবায়িত সেলাই মেশিন বিতরণ কর্মসূচি এবং 'সকলের জন্য কল্যাণ' কর্তৃক বাস্তবায়িত গাভী বিতরণ কর্মসূচি পরিদর্শন করেন।

জনাব আহসান ১৫ মে সিংগাইর উপজেলা পরিষদ হলরুমে মানিকগঞ্জ জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় সভায় জনাব পলাশ কুমার বসু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিংগাইর সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

বিএনএফ বার্তা



মানিকগঞ্জ জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ। মতবিনিময় শেষে সহযোগী সংস্থা প্রতিলেখা মহিলা উন্নয়ন সমিতি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন।



রংপুর জেলার সহযোগী সংস্থা রেসকিউ কর্তৃক ছাগল বিতরণ এবং বিএসইউএস কর্তৃক স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাক্ট্রিনের চাবি হস্তান্তরের লক্ষ্যে উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান ১৯ জুন সুবিধাবঞ্চিত, দুস্থ ও অসহায় ৩০টি পরিবারের মাঝে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে রংপুর জেলার সহযোগী সংস্থা 'রেসকিউ' কর্তৃক বিনামূল্যে ৬০টি ছাগল বিতরণ ও একই জেলার সহযোগী সংস্থা 'বৈরাভী সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (বিএসইউএস)' কর্তৃক ১৬টি পরিবারের মাঝে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাক্ট্রিনের চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এ অনুষ্ঠানে তিনি উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময়ও করেন। তিনি পরে 'বিএসইউএস' কর্তৃক বাস্তবায়িত বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাক্ট্রিন স্থাপন কর্মসূচি সরেজমিন পরিদর্শন করেন।



টিএমএসএস ট্রেনিং সেন্টার রংপুরে বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীগণের অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ



টিএমএসএস ট্রেনিং সেন্টার রংপুরে বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীগণের অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

চেয়ারম্যান ২০ জুন আরকে রোড, গণেশপুর রংপুরে অবস্থিত টিএমএসএস এর ট্রেনিং সেন্টারে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীগণের Organizational Development & Management শীর্ষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বিএনএফ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মজীবনে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব আলোচনা করেন।



গাইবান্ধা জেলায় সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

জনাব আহসান ২২ জুন এসকে এস ইন, গাইবান্ধা এর কনফারেন্স রুমে বিএনএফ এর গাইবান্ধা জেলায় সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় শেষে তিনি সাঘাটা উপজেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থা 'দুঃস্থ জন কল্যাণ সংস্থা' কর্তৃক বাস্তবায়িত গাভি পালন কর্মসূচি পরিদর্শন করেন।

ষাঠ পর্যায়েব কার্যক্রম সত্তেজমিন পরিদর্শনে বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক



বগুড়া জেলার ধুব সোসাইটি কর্তৃক বিতরণকৃত গাভিপ্ৰাপ্ত উপকারভোগীর সাথে মতবিনিময় করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ১৮ মে পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে বগুড়া জেলার 'ধুব সোসাইটি' কর্তৃক বিতরণকৃত গাভিপ্ৰাপ্ত ৬ জন উপকারভোগীর সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় শেষে তিনি জামালপুর গ্রামে সরেজমিনে গাভিগুলো পরিদর্শন করেন এবং উপকারভোগীগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন।



বিয়াম ফাউন্ডেশন রিজিওনাল সেন্টার বগুড়াতে বিসিএস কর্মকর্তাবৃন্দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করছেন, ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

তিনি ১৯ মে BIAM Foundation Regional Centre Bogura-এ অনুষ্ঠিত BCS স্বাস্থ্য ক্যাডার কর্মকর্তাবৃন্দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে Role of Development Partners (NGOs) in the Development of Bangladesh: A Critical Analysis বিষয়ে এবং BCS শিক্ষা ও কারিগরি ক্যাডার কর্মকর্তাবৃন্দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে Role of Development Partners, NGOs in the Development of Bangladesh: A Critical Analysis বিষয়ে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন।



বগুড়া জেলার সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

একই দিন তিনি বগুড়া জেলার সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে 'সোপান' নামক সহযোগী সংস্থার কার্যালয়ে চলমান কর্মসূচি নিয়ে মতবিনিময় করেন।



মাগুরা জেলার সহযোগী সংস্থা রোভা ফাউন্ডেশন বিএনএফ এর বিশেষ অনুদানে বাস্তবায়িত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর (লক্ষিপুর স্বাধি সম্প্রদায়) স্যানিটেশন প্রকল্পে ল্যাট্রিন নির্মাণোত্তর আলোচনা সভায় ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ

জনাব রহমান ১৮ জুন ২০২৪ মাগুরা জেলার সহযোগী সংস্থা 'রোভা ফাউন্ডেশন' কর্তৃক বিএনএফ এর বিশেষ অনুদানে জেলায় বাস্তবায়িত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর (লক্ষিপুর ঋষি সম্প্রদায়) স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্পে ল্যাট্রিন নির্মাণোত্তর আলোচনা সভায় সভাপতি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।



বিনাইদহ জেলার সহযোগী সংস্থা আরডিসি কর্তৃক বিশেষ অনুদানে গাভি বিতরণ কর্মসূচিতে উপকারভোগীগণের অনুকূলে গাভি বিতরণ করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

তিনি ১৯ জুন বিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার সহযোগী সংস্থা 'রুরাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (আরডিসি)' কর্তৃক বিশেষ অনুদানে ফতেপুর গ্রামের গাজীরননেছা বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে 'গাভি বিতরণ' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জনাব শরীফ শাওন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ড. আতিবুর রহমান, ফতেপুর ইউপি চেয়ারম্যান জনাব গোলাম হায়দার লাল্টু, গাজীরননেছা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আবুল কালাম, ড. সামাউল ইসলাম প্রমুখ।



বিনাইদহ জেলার সহযোগী সংস্থা সেবা সংঘ কর্তৃক ছাগল বিতরণ কর্মসূচিতে উপকারভোগীগণের অনুকূলে ছাগল বিতরণ করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি 'সেবা সংঘ' নামক সহযোগী সংস্থা কর্তৃক ৭নং মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে বিষয়খালী গ্রামে ১৬টি দরিদ্র পরিবারের অনুকূলে বিনামূল্যে ৩২টি ছাগল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ খুরশিদ আলম মিঞা, চেয়ারম্যান, ৭নং মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ।

এ দিন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জেলা সদরের এইচএসএস রোডস্থ মুকবুল হোসেন প্লাজার বদরুননেছা কনভেনশন হলে বিনাইদহ জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।



বিনাইদহ জেলার সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২০ জুন বিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার ১৪নং দুধসর ইউনিয়নের ভাটাই আদিবাসী পাড়া (বাগদী পাড়া) এবং সদর উপজেলার ৯নং পোড়াহাটী ইউনিয়নের মধুপুর বাজারের দাস পাড়ায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে সহযোগী সংস্থা 'এসডাপ' কর্তৃক বাস্তবায়িত বিতরণকৃত গরু পরিদর্শন করেন।



বিনাইদহ জেলার সহযোগী সংস্থা জাগো কর্তৃক বিশেষ অনুদানে গাভি বিতরণ কর্মসূচিতে উপকারভোগীগণের অনুকূলে গাভি বিতরণ করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

তিনি এ দিন জেলার সহযোগী সংস্থা যৌথ 'অগ্রসরমান সৃজক সংস্থা (জাগো)' কর্তৃক বিশেষ অনুদানে ১০ জন অসহায় ও দুস্থ নারীর মাঝে বিনামূল্যে ১০টি বকনা বাছুর বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ১০নং হরিশংকরপুর ইউনিয়নের নারী সদস্য জনাব মোছাঃ সালমা খাতুনসহ কয়েকটি সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



বিনাইদহ জেলার সহযোগী সংস্থা মুক্তির সংগ্রাম কর্তৃক সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ কর্মসূচিতে উপকারভোগীগণের অনুকূলে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

পরে তিনি ১৪নং ঘোড়শাল ইউনিয়ন পরিষদ মিলানায়তনে ‘মুক্তির সংগ্রাম’ নামক সহযোগী সংস্থা কর্তৃক ৩ মাসব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে ১৯ জন প্রশিক্ষণার্থী, চেয়ারম্যান ১৪ নং ঘোড়শাল ইউনিয়ন পরিষদ ও কয়েকটি সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



ঝিনাইদহ জেলার সহযোগী সংস্থা কৃষক বন্ধু সমাজ কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক ছাগল বিতরণ কর্মসূচিতে উপকারভোগীগণের অনুকূলে ছাগল বিতরণ করছেন
ড. জিলুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২১ জুন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ‘কৃষক বন্ধু সমাজ কল্যাণ সংস্থা’ নামক সহযোগী সংস্থার টিকারী বাজারস্থ কার্যালয়ে নিয়মিত ও বিশেষ বরাদ্দের মোট ৩৪ জন উপকারভোগীর মাঝে ২টি করে মোট ৬৮টি ছাগল বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে যোগদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ।

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সবেজমিন পরিদর্শনে বিএনএফ এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস



ঠাকুরগাঁও এ বিএনএফ এর প্রণোদনা ঋণ গ্রহীতাবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করছেন
ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস, সদস্য, পরিচালনা পরিষদ, বিএনএফ।

বিএনএফ এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস ২৪ জুন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ঠাকুরগাঁও জেলার সহযোগী সংস্থা ‘ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)’ কর্তৃক শিবগঞ্জে প্রণোদনা ঋণে পরিচালিত স্যানিটারি সরঞ্জামাদী উৎপাদন কেন্দ্র লিমন স্যানিটারিতে যান এবং সেখানে উপস্থিত ৭ জন ঋণ গ্রহীতার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। পরে তিনি রুহিয়া থানাধীন রুহিয়া শাখার ঋণ গ্রহীতা হাজী মোঃ শহীদুল ইসলামের মেসার্স আলীমদ্দিন

বস্ত্রালয়ে উপস্থিত হন। সেখানে সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দসহ মোট ১২ জন ঋণ গ্রহীতার সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় শেষে এ ঋণে পরিচালিত একটি রেস্টুরেন্ট পরিদর্শন করেন।



ঠাকুরগাঁও এ ইএসডিও কর্তৃক বাস্তবায়িত গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্পের আওতায়
লক্ষীপুর গ্রামে পাপস তৈরি কর্মসূচি দেখছেন
ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস, সদস্য, পরিচালনা পরিষদ, বিএনএফ।

তিনি ২৫ জুন ইএসডিও কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্প’ কার্যক্রমের আওতায় লক্ষীপুর গ্রামে যান এবং বাস্তবায়িত স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন, পাপস তৈরি, গরু মোটাতাজাকরণ, গাভি পালন, গৃহ নির্মাণ ও ছাগল পালনকৃত ৯টি পরিবার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে ৪৫ জন উপকারভোগীর সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।



ঠাকুরগাঁও এ ইএসডিও কর্তৃক বাস্তবায়িত গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্পের আওতায়
উপকারভোগীর সাথে মতবিনিময় করছেন
ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস, সদস্য, পরিচালনা পরিষদ, বিএনএফ।



নীলফামারী জেলায় আশ্রয় প্রকল্পে সহযোগী সংস্থা ইউএসএস কর্তৃক বাস্তবায়িত
ছাগল পালন প্রকল্প পরিদর্শন করছেন
ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস, সদস্য, পরিচালনা পরিষদ, বিএনএফ।

জনাব বিশ্বাস ২৬ জুন নীলফামারী জেলার সহযোগী সংস্থা ‘উদয়াকুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)’ এর কার্যালয়ে জেলায় কর্মরত ৭টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান ও প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস ২৭ জুন নীলফামারী সদর উপজেলার ৪নং পলাশবাড়ী ইউনিয়নের কিসামত ভুটিয়ান গ্রামের আশ্রয়ণ প্রকল্পে ইউএসএস কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘দারিদ্র্যবিমোচনে ছাগল পালন প্রকল্প’ পরিদর্শন করেন। এ দিন তিনি সদর উপজেলার সোনারায় ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের দারোয়ানী ধনীপাড়া (হাড়িপাড়া) গ্রামে রবিদাস, হরিজন ও বাশফোর/হাড়ি সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন করেন।



বিএনএফ হতে বাইসাইকেল পাওয়া ছাত্রীদের পরামর্শ ও দিকনির্দেশা দিচ্ছেন বিএনএফ এর পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা ও সাবেক যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আবুল কাশেম।

বিএনএফ হতে ছাত্রীদের প্রদানকৃত বাইসাইকেল কর্মসূচি পরিবীক্ষণ করছেন বিএনএফ এর পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা

রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলার অনেক ছাত্রী দূরদূরান্ত হতে পায়ে হেঁটে/ভ্যান/অটোতে করে স্কুলে আসা-যাওয়া করে থাকে। প্রতিদিন পায়ে হেঁটে বা টাকা খরচ করে ভ্যান/অটোতে করে স্কুলে যাওয়া সম্ভব হয় না তাদের। এ কারণে স্কুলে অনিয়মিত হয়ে পড়ে। অনেক বাবা মা মেয়েকে যাতায়াত খরচ দিয়ে স্কুলে পাঠাতে না পারায় মেয়ের লেখা-পড়া বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পরিবার অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে থাকে মেয়েকে। এছাড়াও এতো কষ্ট করে স্কুলে যাতায়াত করার কারণে ছাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং অনেক সময়ও ব্যয় হয়। ফলে লেখাপড়ায় সঠিকভাবে মনোনিবেশ করতে পারতো না।

যে সকল ছাত্রীর বাড়ি হতে স্কুল দূরে এবং আর্থিকভাবে অবস্থা অসচ্ছল সে সকল ছাত্রীর লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদান, ঝড়ে পড়া রোধ ও বাল্যবিবাহ

রোধ করার জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর রাজশাহী জেলার সহযোগী সংস্থা ‘রাজশাহী সোসাল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আরএসডিপি)’ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে মোহনপুর উপজেলার খাঁড়ইল উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ জন ছাত্রী এবং বেড়াবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ জন ছাত্রীর প্রত্যেককে ৭,৮০০/- টাকা মূল্যের একটি করে দুরন্ত বাইসাইকেল প্রদান করে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ‘আরএসডিপি’কে ২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে ছাত্রীদের বাইসাইকেল দেওয়ার ফলে ছাত্রীরা সহজেই স্কুলে যাতায়াত করতে পারছে, পরিবহন খরচ সাশ্রয় হচ্ছে ও সময়ও বেঁচে যাচ্ছে। ফলে তারা মনোযোগ দিয়ে নতুন উদ্যোগে লেখা-পড়া করতে পারছে। এতে মেয়েকে লেখাপড়া করানোর জন্য পরিবারের উপর খরচের চাপ অনেকটা লাঘব হয়েছে। এর ফলে বাল্যবিবাহও রোধ হয়েছে। এ কর্মসূচি পরিবীক্ষণ করছেন পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা ও সাবেক যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আবুল কাশেম।

এপ্রিল-জুন ২০২৪ মাসে বিতরণকৃত অনুদান

নিয়মিত অনুদান

	কার্যক্রমের নাম	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	উপকরণের সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা	
					প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
১	ছাগল প্রদান	২০	৬২৬	৫৭.২৫	৩১৩	১,৪২৮
২	গাভি প্রদান	৯	৪৭	২৬.৫০	৪৭	২২৯
৩	ভেড়া প্রদান	২	৫২	৫.০০	২৬	১৫৪
৪	সেলাই মেশিন বিতরণ	৭	১০৯	১৭.৭৫	১০৯	৪১২
৫	ভ্যান বিতরণ	৭	৫৮	১৮.৫০	৫৮	৩২০
৬	খাঁচায় দেশি মুরগি পালন	১	২০০	৩.০০	২০	১০০
৭	বঙ্গবন্ধু-বিএনএফ শিক্ষাবৃত্তি	২	৭৩	৪.৭৫	৭৩	২৭৬
৮	ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা	১	১৬	৩.০০	১৬	১০৬
৯	গরিব শিক্ষার্থীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ	১	২২	৩.০০	২২	৪৪
১০	গভীর নলকূপ স্থাপন	১	৩	৩.০০	১৫	১৪৫
১১	অন্যান্য	৪	২০৩	১১.৫০	২০৩	৬২৪
	মোট	৫৫	১,৪০৯	১৫৩.২৫	৯০২	৩,৮৫৬

বিশেষ অনুদান

	কার্যক্রমের নাম	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	উপকরণের সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা	
					প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
১	স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ	৩০	৩০৭	৯০.০০	৩০৭	১,৬১৪
২	ছাগল প্রদান	১০	৩৬৪	৩০.০০	১৮২	৯৬০
৩	গাভি প্রদান	১৮	১১৩	৫৪.০০	১১৩	৫৪৮
৪	ভেড়া প্রদান	১	৩২	৩.০০	১৬	৯৬
৫	ভ্যান বিতরণ	২	২৪	৬.০০	২৪	১৪৪
৬	গভীর নলকূপ স্থাপন	৬	৫৫	১৮.০০	৬৩	৩২২
৭	স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ এবং নলকূপ স্থাপন	১	১১	৩.০০	১১	৬৬
৮	অন্যান্য	১	১৯	৩.০০	১৯	৭৮
মোট		৬৯	৯২৫	২০৭.০০	৭৩৫	৩,৮২৮

বিশেষ কর্মসূচি (গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ)

	অনুদান প্রাপ্ত সহযোগী সংস্থা	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়িত কর্মসূচি	উপকারভোগীর সংখ্যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ
১	ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও), ঠাকুরগাঁও	৭.৫০	গাভি ও ছাগল প্রদান এবং গরু মোটাজাকরণ	১৬৭
২	সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, রংপুর	৩.০০	গাভি বিতরণ ও ছাগল প্রদান	৪২
৩	সোসিও-ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা), টাঙ্গাইল	৩.০০	গাভি ও ছাগল প্রদান এবং সেলাই মেশিন বিতরণ	১৩১
৪	মানব উন্নয়ন সংস্থা, সিরাজগঞ্জ	৩.০০	গাভি, ছাগল ও ভেড়া প্রদান	১২৯
৫	পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস), মেহেরপুর	৩.০০	ছাগল প্রদান	২১০
মোট		১৯.৫০		৬৭৯

প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় (সিএমএসএমই) ঋণ

	বিএনএফ হতে ঋণ গ্রহীতা সহযোগী সংস্থা	ঋণের পরিমাণ (টাকা)	গ্রাহক সংখ্যা
১	নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা), শরীয়তপুর	৪০ লক্ষ	৯
২	শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা, রাজশাহী	১ কোটি	২৪
৩	পাবনা প্রতিশ্রুতি, পাবনা	১.২৫ কোটি	৫০
৪	পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস), মেহেরপুর	৫০ লক্ষ	৬৭
৫	সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, রংপুর	৭৫ লক্ষ	৩০
৬	ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা), চট্টগ্রাম	২ কোটি	১২০
৭	গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা, ঢাকা	১ কোটি	৫১
৮	সোসিও-ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা), টাঙ্গাইল	১ কোটি	৮৪
৯	পুণ্ডর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (পিডব্লিউও), ফরিদপুর	২৫ লক্ষ	১৪
১০	বেসিক অর্গানাইজেশন নেটওয়ার্ক ফর ডেভেলপমেন্ট হিউমেনিটারিয়ান এইড ফর নেশন (বন্ধন), জয়পুরহাট	৫০ লক্ষ	৩০
১১	সমাধান, যশোর	১.১৫ কোটি	৪৮
১২	কেপিইউএস (কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা), কুষ্টিয়া	৪০ লক্ষ	৭৪
মোট		১০ কোটি ২০ লক্ষ	৬০১

সাহল্যগাথা

বিএনএফ এর একটি ভ্যান একটি পরিবারের আশার সঞ্চার করেছে



বিএনএফ হতে পাওয়া ভ্যানে মাছ বিক্রি করছেন নুর বেগম ও তাঁর ছেলে।

চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী উপজেলার জনাব আলমগীর হাটে হাটে মাছ বিক্রি করে ও বাড়িতে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি পালন করে স্ত্রী সন্তান নিয়ে ভালোভাবেই চলছিলেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন জনাব আলমগীর। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায় মরণব্যাধি ক্যানসারে আক্রান্ত তিনি। পরিবারে নেমে আসে ছবিরতা।

মাছের ব্যবসার পুঁজি, দুধের গরু, বাছুর, ছাগল যা ছিল সবকিছুই বিক্রি করে চিকিৎসা করানোর পরও মারা যান জনাব আলমগীর। জনাব আলমগীর মারা যাওয়ার পর স্ত্রী নুর বেগম ও ছেলে ও ১ মেয়ে নিয়ে পড়েন কঠিন পরিস্থিতিতে। অনাহারে ও দুঃখ কষ্টে কাটতে থাকে তাঁদের দিন। পরিবারের হাল ধরার জন্য নুর বেগমের ছেলে বাপের মাছের ব্যবসা করার ইচ্ছা থাকলেও মাছ হাটে-বাজারে ও গ্রামে নিয়ে যাওয়ার মতো সুবিধাজনক পরিবহন ব্যবস্থা না থাকায় মাছে ব্যবসাও ঠিকমতো করতে পারছিলেন না।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর কর্ণফুলী উপজেলার সহযোগী সংস্থা 'সমতা মহিলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'কে হতদরিদ্র ও অসহায়দের সহায়তার লক্ষ্যে বিনামূল্যে ভ্যান প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। সমতা মহিলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা নুর বেগমের ছেলের হতদরিদ্র ও অসহায় পরিবারের ১০ জনকে ১৬ হাজার টাকা মূল্যের ১০টি ভ্যান প্রদান করে।

কিছু টাকা যোগাড় করে নুর বেগম ১৬ বছর বয়সী ছেলেকে নিয়ে তিনি বিএনএফ হতে পাওয়া ভ্যানে করে মাছের ব্যবসা শুরু করেন। আড়ত থেকে মাছ এনে হাটে ও গ্রামে গ্রামে বিক্রি করতে থাকেন। এতে দৈনিক গড়ে ৭-৮ শত টাকা লাভ হয়। ধীরে ধীরে কঠিন পরিস্থিতি হতে নিস্তার পেতে থাকে পরিবারটি। নুর বেগমের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাজারে একটি স্থায়ী মাছের দোকান দেওয়া।

হস্তশিল্পে (নকশিকাঁথা) প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তা পেয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন বগুড়ার উপকারভোগীগণ



হস্তশিল্পে (নকশিকাঁথা) প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন প্রশিক্ষক।

বগুড়া জেলার 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' নামক সহযোগী সংস্থা কর্মএলাকায় সুবিধাবঞ্চিত অতিদরিদ্র, বিধবা ও তালাক প্রাপ্ত নারীগণ যারা হস্তশিল্প সামগ্রী উৎপাদনে আগ্রহী তাঁদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে। এর ফলে সুবিধাবঞ্চিত অনগ্রসর নারীগণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করতে পারবেন এবং তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জেডার বৈষম্য দূর করে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে সক্ষম হবেন বলে আশা করা যায়। পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প 'দুঃস্থ ও দরিদ্র মহিলাদের হস্তশিল্প (নকশিকাঁথা) প্রশিক্ষণ' কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান পায়।



বিএনএফ এর অনুদানে নকশিকাঁথা তৈরি করছেন তৌহিদাসহ অন্যরা।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প তৌহিদা বেগমসহ ৪০ নারীকে এ কাজের জন্য বাছাই করে তাঁদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। হস্তশিল্প প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাঁদের বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও পারিবারিক সহিংসতার কুফল সম্পর্কে সচেতন করা হয়। প্রশিক্ষণ পেয়ে এ সকল নারী গৃহস্থালী কাজের পাশাপাশি অবসর সময়ে মানসম্মত হস্তশিল্প সামগ্রী উৎপাদন করছেন। নকশিকাঁথা, গায়ের শাল, কুশন কভার, বেড কভার, মানিব্যাগ, চশমার কভার, মহিলাদের পার্সসহ অন্যান্য হস্তশিল্প সামগ্রী উৎপাদন করে প্রতি মাসে ৩,০০০ হতে ৫,০০০ টাকা আয় করছেন। তাঁদের উৎপাদিত পণ্য দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। এতে বাড়তি আয় হওয়ায় পারিবারিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এর ফলে তাঁদের আত্মবিশ্বাস, সামাজিক মর্যাদা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৪০ জন নারীকে ৪০টি কাঁচি, মাপার জন্য ৪০টি ফিতা, ৪০টি কাঠের ফ্রেম, ২ রোল ট্রেসিং পেপার, ৪০ পাতা সূঁচ, ৪০টি পেন্সিল, ৪০টি কলম এবং পণ্য উৎপাদনের জন্য ৮০টি উলের চাদর ও ৬০ পাউন্ড সুতা প্রদান করা হয়।

উপকারভোগী মোছা. তৌহিদা বেগম জেলার পটুরবাড়ি গ্রামের জনাব মো. নবাব আলী ও জনাব মোছা. এলিজা বেগমের ৩ সন্তানের মধ্যে বড়। পিতার আর্থিক সমস্যার কারণে দশম শ্রেণির পর আর লেখা-পড়া করা সম্ভব হয়নি। এরপর উলিপুর গ্রামের জনাব আজিজার রহমানের ছেলে জনাব বিলজার রহমানের সাথে তৌহিদার বিয়ে হয়। তাঁদের দুই সন্তান। স্বামী বিলজার রহমানদের নিজস্ব কোন জমি না থাকায় অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করেন। এ থেকে যা আয় হয় তা দিয়ে কোনরকম চলে তাঁদের সংসার। কিছু একটা করবে তা আর্থিক সংকটের কারণে হয়ে উঠে না তৌহিদা বেগমের।

তৌহিদা বেগম নকশি-কাঁথা বিক্রির টাকা দিয়ে ২টি ছাগল ক্রয় করেন। পাশাপাশি হাঁস-মুরগি পালন করেন। ৬ মাস পালন করে ছাগল ২টি ৩০,০০০/- টাকায় বিক্রি করেন। তৌহিদা বেগম নিয়মিত হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে সংসারের সচ্ছলতা ফিরে পেয়েছেন। তিনি পরিবারে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতে পারায় পরিবারে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং সর্বোপরি সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিএনএফ এর কম্পিউটার প্রশিক্ষণ তৈরি করছে দক্ষ জনবল



বিএনএফ হতে প্রশিক্ষণ পেয়ে শাপলা টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে চাকরি পেয়ে কাজ করছেন রাজশাহীর শিমুল হোসেন।

রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলার গাঙ্গোপাড়া গ্রামের জনাব হামিদ আলী ও জনাব হাসনা বানুর চার সন্তানের মধ্যে সবার ছোট শিমুল হোসেন। শিমুল হোসেনের পড়ালেখা চালিয়ে নিতে বেগ পেতে হয় কৃষক বাবাকে। তবুও নানান সমস্যা ও অভাবের মধ্য দিয়ে পড়ালেখা চালিয়ে যায় শিমুল হোসেন। গান পাগল শিমুল ক্যারিয়ারের ভাবনা না ভেবে গান নিয়ে মজে থাকে সারাক্ষণ। পড়াশোনার পাশাপাশি একমাত্র নেশা হয়ে ওঠে গান। এলাকায় যেখানে গানের আসর বসে সেখানে যাতায়াত বেড়ে যেতো।

এমন সময় 'শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা' এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান 'শাপলা কালচারাল স্কুল' এর খোঁজ পায় শিমুল হোসেন। শাপলা কালচারাল স্কুলের গানের ক্লাসে নিয়মিত বসে শিমুল। এভাবে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবনা তৈরি হয়। কী করা যায়, কী করলে কাজের পাশাপাশি গানের চর্চা চালিয়ে যাওয়া যাবে এ বিষয়ে শাপলা কালচারাল স্কুলের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে পরামর্শ করেন। শাপলা কালচারাল স্কুলের কর্মকর্তাবৃন্দের পরামর্শে শিমুল শাপলা টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে বিএনএফ এর অনুদানে কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ভর্তি হয়।

ধীরে ধীরে কম্পিউটার সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করতে থাকে সে। এমনকি কম্পিউটারের যাবতীয় খুঁটিনাটি সম্পর্কে জানার আগ্রহ তৈরি হয়। কম্পিউটারের কাজের প্রতি আগ্রহ দেখে প্রশিক্ষণের পরেও প্রশিক্ষকবৃন্দ তাকে আরও বেশি সহযোগিতা করতে শুরু করেন। প্রশিক্ষণ শেষে শিমুল হোসেন বিএনএফ কর্তৃক একটি কম্পিউটার পায়। কম্পিউটার পেয়ে কাজের প্রতি আগ্রহ আরো বেড়ে যায় তার। একসময় কম্পিউটারে দক্ষ হয়ে উঠে সে। এভাবে সে সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারে হয়ে ওঠে এক্সপার্ট। তার এ আগ্রহ ও দক্ষতার কারণে শাপলা টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের আইটি সেক্টরে চাকরি দেওয়া হয়। চাকুরি পাওয়ায় সে পরিবারের হাল ধরেছে।

চায়ের ব্যবসার উপকরণ পেয়ে ব্যবসার প্রসার হয়েছে টিলাগাঁও এর কয়েকজন চা বিক্রেতার



ওয়াফ কর্তৃক মৌলভীবাজার জেলাধীন কুলাউড়া উপজেলার টিলাগাঁও এর চা বিক্রেতাদের চা ব্যবসার উপকরণ বিতরণ

মৌলভীবাজার জেলাধীন কুলাউড়া উপজেলার টিলাগাঁও ইউনিয়নের বিভিন্ন বাজারের দরিদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারা আর্থিক সমস্যার কারণে সামান্য পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করছেন, তাঁদের স্বাবলম্ভি করার লক্ষ্যে 'ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচিতে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর মৌলভীবাজার জেলার সহযোগী সংস্থা 'উই আর ফ্রেন্ডস্ ফর হিউম্যান (ওয়াফ)' সংস্থাকে ৩ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। ওয়াফ বিএনএফ এর অনুদানে ৯ জন চা বিক্রেতার প্রত্যেককে বিনামূল্যে ২৪ পিস চা কাপ-প্রেট, ১টি গ্যাসের চুলা ও ১টি গ্যাস সিলিন্ডার (ফিটিংসসহ), ২টি কেটলি, ১৫টি প্লাস্টিক চেয়ার, ২টি কাঠের টেবিল ও ৬ হাজার টাকা মূল্যের চিনি, চা পাতা, দুধ ও বিস্কুট প্রদান করে।

উপকারভোগী জনাব গণেশ রাও তিন ছেলে, এক মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার টিলাগাঁও ইউনিয়নের লংলা চা বাগানে বাস করেন। দারিদ্র্যের কারণে লেখাপড়া করতে পারেননি। বাগানের চা ফ্যাক্টরির সামনে ছোট একটি চা দোকান দিয়েছিলেন। এ চা দোকানই তাঁর একমাত্র আয়ের উৎস। চা দোকান দিলেও কাস্টমার একটু আরাম করে বসে চা পান করবেন সে সুযোগ ছিল না তাঁর দোকানে। এ কারণে তেমন কাস্টমার না আসায় তাঁর আয়ও তেমন হতো না। ফলে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হতো। আর্থিক সমস্যার কারণে বড় ছেলেকে পড়ানো সম্ভব না হওয়ায় বড় ছেলেকে অন্যের দোকানে কাজে দেন। সন্তানদের মধ্যে মেয়ে বড়। মেয়েকেও লেখাপড়া করাতে পারেননি। ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে মেয়েকে বিয়ে দেন। ছোট দুই ছেলে পড়াশুনা করে।

একমাত্র আয়ের উৎস চায়ের দোকানে মালামাল নেই, চেয়ার-টেবিলও ভেঙ্গে গেছে। অর্থের অভাবে দোকানে মালামাল তুলতে পারছেন না, চেয়ার-টেবিলও মেরামত করাতে পারছেন না। চায়ের ব্যবসা ঠিকমতো না চলায় কঠিন সমস্যার মধ্যে পতিত হন গণেশ রাও।

ওয়াফ গণেশ রাওকে উপকারভোগী নির্বাচন করে বিনামূল্যে ২৪ পিস চা কাপ-প্লেট, ১টি গ্যাসের চুলা ও ১টি গ্যাস সিলিন্ডার (ফিটিংসসহ), ২টি কেটলি, ১৫টি প্লাস্টিক চেয়ার, ২টি কাঠের টেবিল ও ৬ হাজার টাকা মূল্যে চিনি, চা পাতা, দুধ ও বিস্কুট প্রদান করে। এ সকল উপকরণ দেওয়ার ফলে দোকানে মালামাল বেশি হওয়ায় ও চেয়ার-টেবিলে আরামে বসে চা-বিস্কুট খাওয়ার সুযোগ তৈরি হওয়ায় দিন দিন কাস্টমার বেড়ে যায়। ফলে তাঁর আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। গণেশ রাও একটি রেস্টুরেন্ট দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন।

বিএনএফ হতে ছাগল পেয়ে অভাব দূর হয়েছে সরিষাবাড়ির আছমা বেগমের

জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলায় সাতপোয়া গ্রামের হতদরিদ্র আছমা বেগমের অসুস্থ স্বামী ও দুই ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসার। আছমা বেগম অন্যের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালাতেন। স্বামী অসুস্থ থাকায় তেমন কাজ করতে পারতেন না। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন জেলার সহযোগী সংস্থা 'রিগ্যাল হাউজহোল্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন'কে 'দারিদ্র্যবিমোচনে ছাগল পালন কর্মসূচি' বাস্তবায়নের জন্য অনুদান প্রদান করে। আছমা বেগমকে উপকারভোগী হিসেবে তালিকাভুক্ত করে ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণ প্রদানের পর রিগ্যাল হাউজহোল্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন বিএনএফ এর অনুদানে আছমা বেগমকে ২০১৩ সালে একটি মা ছাগল প্রদান করে। তিনি ছাগলটি লালন-পালন করে ১৮টি ছাগলের মালিক হন। ১২টি ছাগল ৯৮ হাজার টাকায় বিক্রি করেন। ছাগল বিক্রি করে অসুস্থ স্বামীকে চিকিৎসা করান, সংসারে খরচ করেন এবং ৫০ হাজার



আছমা বেগম ও তাঁর ছাগল

টাকা দিয়ে ২০১৯ সালে একটি বকনা বাছুর ক্রয় করেন। বকনা বাছুর থেকে তিনটি গরু হয়েছে। বর্তমান ৩টি গরু ৬টি ছাগলের বাজার মূল্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। আছমা বেগমের স্বামী এখন অনেকটা সুস্থ। ছেলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় অনার্স পড়ে। আছমা বেগম এখন প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ টাকার ছাগল-গরু বিক্রি করতে পারবেন বলে জানান। তাঁদের সংসারে এখন সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। আছমা বেগম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ও রিগ্যাল হাউজহোল্ড অর্গানাইজেশন এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বিএনএফ ২০১৩ সালে রিগ্যাল হাউজহোল্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনকে ২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। এ অনুদানে ২৫টি হতদরিদ্র পরিবারের ২৫ জনকে ২৫টি মা ছাগল এবং ৮ জন অসহায় বিধবাকে ৬ মাসের সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়ে ৮টি সেলাই মেশিন প্রদান করে। উপকারভোগীগণ সকলেই স্বাবলম্বী হয়েছেন।

বিএনএফ এর সেলাই মেশিন ঠাকুরগাঁও এর ইজা আক্তারকে পরিচিত করেছে দর্জি আপা বলে



ঠাকুরগাঁও এর ইজা আক্তার বিএনএফ হতে পাওয়া সেলাই মেশিনে কাজ করছেন।

ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার অন্তর্গত সালন্দর ইউনিয়নের কচুবাড়ি কৃষ্ণপুর গ্রামে বদিউল ইসলামের স্ত্রী ইজা আক্তার (৩৪)। বদিউল ইসলাম একজন দিনমজুর। ইজা আক্তার অন্যের বাড়িতে কাজ করতেন। তাঁদের একটি সন্তান। সন্তান প্রাইমারি স্কুলে পড়াশুনা করে। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে প্রায়ই তিনি অসুস্থ থাকতেন। অসুস্থতার কারণে প্রায় সময়ই স্বামীর সাথে মনোমালিন্য হতো।

‘সামাজিক কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস)’ ‘সেলাই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র নারীদের কর্মসংস্থান প্রকল্প’ বাস্তবায়নের জন্য বিএনএফ হতে অনুদান পায়। ইজা আক্তারকে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করে ৬ মাসব্যাপী দর্জি প্রশিক্ষণ প্রদান করে। তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথে এ কোর্স সম্পন্ন করেন। প্রশিক্ষণ শেষে এসকেএস তাঁকে বিনামূল্যে একটি সেলাই মেশিন প্রদান করে।

সেলাই মেশিন পাওয়ার পর তিনি প্রতিদিন ২-৩টি ড্রেস তৈরি করে থাকেন। এলাকার সবাই এখন তাঁকে দর্জি আপা বলে চিহ্নে। তাঁর আয় হতে একটি সমিতিতে ৫ শত টাকার ডিপিএস খোলেন। এখন প্রতিমাসে তাঁর গড় আয় ৬ হাজার টাকা। ইজা আক্তারের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এখন তাঁকে আর অন্যের বাড়িতে কাজ করতে হয় না। সারাদিন নিজের বাড়ির কাজকর্মের পাশাপাশি সেলাই করেন। সন্তানের দেখাশোনা এবং সন্তানের লেখাপড়া ঠিকভাবে দেখতে পারেন। তাঁর আয় দিয়ে পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণসহ যাবতীয় চাহিদা পূরণ হয়। ইজা আক্তারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সালন্দর চৌধুরীহাটে একটি স্থায়ী টেইলারিং হাউস গড়ে তোলা।

অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা



সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে অনুদান পাওয়ার যোগ্য সহযোগী সংস্থাসমূহকে অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করে থাকেন এবং সভায় বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থাকেন। এ সভায় প্রতিনিধিবৃন্দকে কাজের অভিজ্ঞতা, সমস্যা এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে আরও কীভাবে গতিশীল ও পরিচিত করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)

বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি ভবন (৫ম তলা)

৫৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

ফোন : ০২-২২২২৮০২৩০ (হাস্টিং), ২২২২৮৩১৩৯, ২২২২৮৮১১৬

ফ্যাক্স : ০২-২২২২৩৭১৪৯

Web : www.bnf.gov.bd, E-mail : info@bnf.gov.bd

www.facebook.com/bangladeshngofoundation



সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের হাতে অনুদানের চেক প্রদান করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

এরমধ্যে ৫৫টি সংস্থার মধ্যে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা নিয়মিত অনুদান এবং ৭৪টি সংস্থার মধ্যে ২ কোটি ২৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

মহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ

পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করে থাকেন। এপ্রিল-জুন ২০২৪ সময়কালে নিয়মিত অনুদানে বাস্তবায়িত ৬৯টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম এবং বিশেষ অনুদানে বাস্তবায়িত ২৭টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

তথ্য কণিকা

- * বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান
- * বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ২০০৫ সালে জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস কর্তৃক ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়।
- * কর্মসূচি বাস্তবায়ন : সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে
- * কর্ম এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ
- * সহযোগী সংস্থার সংখ্যা : সহস্রাধিক
- * নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অনুদান : ১৯৩.১৫ কোটি টাকা
- * নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে মোট উপকারভোগী : ১ কোটি ২০ হাজার (মহিলা ৬২.২১ লক্ষ এবং পুরুষ ৩৭.৯১ লক্ষ)
- * পল্লী এলাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ যাবৎ সিএমএসএমই খাতে ২৭টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৬০.২০ কোটি টাকা প্রণোদনার স্বপ্ন বিতরণ করা হয়েছে।
- * সাধারণ পরিষদের সদস্য : ৩৪
- * পরিচালনা পরিষদের সদস্য : ১১
- * অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভা : ১৮টি
- * অনুষ্ঠিত পরিচালনা পরিষদ সভা : ১৭৫টি এবং ৫টি বিশেষ সভা
- * পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা : ২৪ জন

বুক পোস্ট